# নবম-দশম শ্রেণি

# প্যারালাল TEXT

# বাংলা ২য় পত্র


**সার্বিক ব্যবস্থাপনায়**
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

**অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়**
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

**কৃতজ্ঞতা**
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

**প্রকাশনায়**
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

**প্রকাশকাল**
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price
৪২৫/-
(চারশত পঁচিশ টাকা মাত্র)



## কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# উৎসর্গ

জ্ঞান গরিমায় ভুলে না যাই-গুরু জ্ঞানের আধার,
সলিল সমাধি ঘটতো কবেই-না শেখালে সাঁতার!

স্মরণ করছি সেই সকল সাদা-কালো যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মানিত যোদ্ধাদের, যাঁদের হাতে সভ্যতার সবচেয়ে ভারি অস্ত্র বই ও কলম রক্ষার মহান দায়িত্ব। সব সময়ের নায়ক, যাঁদের পরিচয় সকল দেশে, সকল বর্ণেই এক। এদের আলাদা কোন নাম নেই, পরিচয় নেই, একটাই পরিচয় আর তা হলো-"শিক্ষক"। শিক্ষকই নিজ হাতে তৈরি করছেন এক এক জন সফল মানুষ। বলা যায়, একজন শিক্ষক আর একটি ভাল বই গোটা বিশ্বকে বদলে দিতে পারে। এই প্রচার বিমুখ মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ কদাচিৎ ঘটে। আর কয়েকটি লাইন এই মানুষগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কখনোই যথেষ্ট নয়। তাঁদের ঋণ শোধ করার দুঃসাহসও করতে নেই! কায়মনোবাক্যে শুধু একটাই চাওয়া-ভাল থাকুক ধরিত্রীর সকল সাদা-কালো যোদ্ধা!

# সূচিপত্র

## বাংলা ২য় পত্র


| ক্র.নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১ | ভাষা ও বাংলা ভাষা | ০১ |
| ০২ | বাংলা ব্যাকরণ | ০৪ |
| ০৩ | বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন | ০৭ |
| ০৪ | বাগ্‌যন্ত্র | ১১ |
| ০৫ | ধ্বনি ও বর্ণ | ১৪ |
| ০৬ | স্বরধ্বনি | ১৭ |
| ০৭ | ব্যঞ্জনধ্বনি | ২১ |
| ০৮ | বর্ণের উচ্চারণ | ২৬ |
| ০৯ | শব্দ ও পদের গঠন | ২৯ |
| ১০ | উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন | ৩২ |
| ১১ | প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন | ৩৭ |
| ১২ | সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন | ৪৩ |
| ১৩ | সন্ধি | ৫১ |
| ১৪ | শব্দদ্বিত্ব | ৫৭ |
| ১৫ | নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ | ৬১ |
| ১৬ | সংখ্যাবাচক শব্দ | ৬৪ |
| ১৭ | শব্দের শ্রেণিবিভাগ | ৬৭ |
| ১৮ | বিশেষ্য | ৭০ |
| ১৯ | সর্বনাম | ৭৩ |
| ২০ | বিশেষণ | ৭৬ |
| ২১ | ক্রিয়া | ৭৯ |
| ২২ | ক্রিয়াবিশেষণ | ৮৪ |
| ২৩ | অনুসর্গ | ৮৬ |
| ২৪ | যোজক | ৮৯ |
| ২৫ | আবেগ | ৯১ |
| ২৬ | নির্দেশক | ৯৪ |

| ক্র.নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ২৭ | বচন | ৯৬ |
| ২৮ | বিভক্তি | ৯৯ |
| ২৯ | ক্রিয়াবিভক্তি | ১০২ |
| ৩০ | ক্রিয়ার কাল | ১০৫ |
| ৩১ | বাক্যের অংশ ও শ্রেণিবিভাগ | ১১১ |
| ৩২ | বাক্যের বর্গ | ১১৪ |
| ৩৩ | উদ্দেশ্য ও বিধেয় | ১১৭ |
| ৩৪ | সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য | ১১৯ |
| ৩৫ | কারক | ১২৪ |
| ৩৬ | বাচ্য | ১২৯ |
| ৩৭ | উক্তি | ১৩৩ |
| ৩৮ | যতিচিহ্ন | ১৩৫ |
| ৩৯ | বাগর্থ | ১৩৮ |
| ৪০ | বাগ্‌ধারা | ১৪২ |
| ৪১ | প্রতিশব্দ | ১৫০ |
| ৪২ | বিপরীত শব্দ | ১৫৬ |
| ৪৩ | শব্দজোড় | ১৬০ |
| ৪৪ | বাক্য সংকোচন | ১৬৫ |
| ৪৫ | অনুচ্ছেদ | ১৬৮ |
| ৪৬ | সারাংশ ও সারমর্ম | ১৭৫ |
| ৪৭ | ভাব-সম্প্রসারণ | ১৮৫ |
| ৪৮ | বাংলায় অনুবাদ | ১৯৪ |
| ৪৯ | চিঠিপত্র | ২০০ |
| ৫০ | সংবাদ প্রতিবেদন | ২১৬ |
| ৫১ | প্রবন্ধ | ২১৯ |

## পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, ‘নবম-দশম শ্রেণি Parallel Text’ তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

**Email : solutionb.udvash@gmail.com**

**Email**-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) ‘নবম-দশম শ্রেণি Parallel Text’ এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

**উদাহরণ:** ‘নবম-দশম শ্রেণি Parallel Text’ বাংলা ২য় পত্র, পৃষ্ঠা-২৮, প্রশ্ন-১৭, দেওয়া আছে, ‘কেহ’ কিন্তু হবে ‘যেথা’।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

# পরিচ্ছেদ ০১ ভাষা ও বাংলা ভাষা

## ভাষা

গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিভ, তালু, দাঁত, নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ নানা রকম ধ্বনি তৈরি করে। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের গুচ্ছ দিয়ে গঠিত হয় বাক্য। বাক্য দিয়ে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদান করে।

সংজ্ঞা: মানুষের মনের ভাব প্রকাশক বাক্যের সমষ্টিকে বলে ভাষা।

❖ ভাষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- ✓ ভাষা একদিকে মুখে বলার এবং অন্যদিকে কানে শোনার বিষয়।
- ✓ সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখের ভাষা ক্রমে লেখার ও ছাপার, সেইসঙ্গে চোখ দিয়ে পড়ার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
- ✓ জনগোষ্ঠী ভেদে ভাষার বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়, ভাষাও আলাদা হয়ে ওঠে।
- ✓ দৃষ্টি শক্তিহীনদের জন্য উঁচুনিচু করে তৈরি ও হাত দিয়ে অনুভব করার জন্য রয়েছে ব্রেইল পদ্ধতির ভাষা।
- ✓ বাক্ শক্তিহীনদের বোঝানোর জন্য মানুষ তৈরি করেছে ইশারা ভাষা।
- ✓ পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা রয়েছে।
- ✓ পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে চীনা, ইংরেজি, হিন্দি, হিস্পানি, আরবি, বাংলা, পর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, জার্মান, কোরিয়ান, ফরাসি, তামিল, তুর্কি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি ।
- ✓ পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা-পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে।
- ✓ ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, হিস্পানি, রুশ, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য।

## বাংলা ভাষা

সংজ্ঞা: বাঙালি জনগোষ্ঠী যে ভাষা দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম বাংলা ভাষা।

উপভাষা: ভৌগোলিক এলাকাভেদে বাংলা ভাষার নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ভাষার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে বলা হয় উপভাষা।

❖ বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- ✓ বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ।
- ✓ এর মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দশ কোটি মানুষের বাস।
- ✓ ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় তিন কোটি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো প্রায় এক কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে।
- ✓ মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা।
- ✓ এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক।
- ✓ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের আদি ভাষা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে।
- ✓ বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য।
- ✓ বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া ও ওড়িয়া।
- ✓ ধ্রুপদি ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ।
- ✓ বাংলা ভাষার বিবর্তন ক্রম: ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা।

- ✓ আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।
- ✓ বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'।
- ✓ বাংলা ভাষার রয়েছে কালগত ও স্থানগত স্বাতন্ত্র্য।
- ✓ এক হাজার বছর আগেকার ভাষা, পাঁচশো বছর আগেকার ভাষা, এমনকি উনিশ শতকে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে বর্তমান কালের ভাষার পার্থক্য রয়েছে।
- ✓ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

❖ বাংলা লিপি:

- ✓ বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপির নাম বাংলা লিপি।
- ✓ বাংলা লিপিতে মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি - স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।
- ✓ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়।
- ✓ ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা দশম শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে।
- ✓ বাংলা লিপি কুটিল লিপির বিবর্তিত রূপ।
- ✓ অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাও বাংলা লিপিতে লেখা হয়। সংস্কৃত এবং মৈথিলি ভাষা এক সময়ে এই লিপিতে লেখা হতো।

[বি. দ্র.: ব্রেইল পদ্ধতি কোনো ভাষা নয়, এটি লেখার পদ্ধতি। পনেরো বছর বয়সি দৃষ্টিহীন ফরাসি বালক লুই ব্রেইল এ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।]

## বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। মুখের ভাষা ক্রমশ কোন বিষয়ে পরিণত হয়েছে? [ঢা.বো.'২৪]
(ক) লেখার ও শুনার (খ) লেখার ও দেখার
(গ) লেখার ও ছাপার (ঘ) ছাপা ও বলার — গ

০২। বাংলা ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে কোনটির? [রা.বো.'২৪]
(ক) সংস্কৃত (খ) অহমিয়া
(গ) ওড়িয়া (ঘ) মৈথিলি — ক

০৩। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় ভাষা কোনটি? [চ.বো.'২৪]
(ক) সংস্কৃত ও পালি (খ) সংস্কৃত ও অহমিয়া
(গ) ওড়িয়া ও পালি (ঘ) অহমিয়া ও ওড়িয়া — ঘ

০৪। ভাষা ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য কোনটি? [চ.বো.'২৪]
(ক) শব্দের অর্থ প্রকাশ করা
(খ) ভাষাকে শ্রুতি মধুর করা
(গ) মনের ভাব প্রকাশ করা
(ঘ) শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা — গ

০৫। ভাষার আঞ্চলিকতাকে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে? [ব.বো., দি.বো.'২৪]
(ক) আদর্শ কথ্য ভাষা (খ) উপভাষা
(গ) লেখ্য ভাষা (ঘ) সাধু ভাষা — খ

০৬। নিচের কোনটি ভাষা পরিবার নয়? [য.বো.'২৪]
(ক) আফ্রিকীয় (খ) দ্রাবিড়ীয়
(গ) এশীয় (ঘ) সেমীয়-হেমীয় — গ

০৭। বাংলা লিপি কোন লিপির বিবর্তিত রূপ? [কু.বো., ম.বো.'২৪]
(ক) বাংলা (খ) কুটিল
(গ) ব্রাহ্মী (ঘ) মণিপুরি — খ

০৮। ভাষার মূল উপকরণ কী? [সি.বো.'২২]
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ (গ) বাক্য (ঘ) বর্ণ — গ

০৯। প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি? [ঢা. বো.'২০; দি. বো.'১৯; কু.বো.'১৯; য.বো.'১৯; ব.বো., রা.বো.'১৬, সি.বো.'১৫, রা.বো.'১৫]
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি — খ
ব্যাখ্যা: (খ); ভাষার চারটি মৌলিক অংশ। যথা:
(i) ধ্বনি (Sound) (ii) শব্দ (Word)
(iii) বাক্য (Sentence) (iv) অর্থ (Meaning)

১০। ভাষার মূল উপাদান কী? [সি.বো.'২০; ঢা.বো.'১৯; কু.বো., ঢা.বো.'১৫]
(ক) বর্ণ (খ) ধ্বনি (গ) শব্দ (ঘ) বাক্য — খ

## মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বর্ণের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক আছে?
(ক) চোখ (খ) কান (গ) নাক (ঘ) জিভ — ক

০২। ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে-
(ক) শ্রবণ শক্তিহীনরা (খ) দৃষ্টি শক্তিহীনরা
(গ) মানসিক শক্তিহীনরা (ঘ) শারীরিক শক্তিহীনরা — খ

০৩। বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায়-
(ক) ১৫ কোটি লোক (খ) ২০ কোটি লোক
(গ) ২৫ কোটি লোক (ঘ) ৩০ কোটি লোক — ঘ

০৪। মাতৃভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?
(ক) ৪র্থ (খ) ৫ম (গ) ৬ষ্ঠ (ঘ) ৭ম — গ

০৫। নিচের কোনটি ভাষা-পরিবারের নাম নয়?
(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় (খ) আফ্রিকীয়
(গ) দ্রাবিড়ীয় (ঘ) ইন্দো-ইরানীয় ঘ

০৬। ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত-
(ক) সংস্কৃত ও পালি (খ) অহমিয়া ও ওড়িয়া
(গ) রাজস্থান (ঘ) হিন্দি ও উর্দু ক

০৭। নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম? [সি.বো.'২৪]
(ক) কেন্তুম (খ) সংস্কৃত
(গ) পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত (ঘ) দ্রাবিড়ীয় গ

০৮। বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায়-
(ক) মহাভারতে (খ) চর্যাপদে
(গ) বৈষ্ণব পদাবলিতে (ঘ) মঙ্গলকাব্যে খ

০৯। বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?
(ক) ব্রাহ্মী (খ) মণিপুরি
(গ) বাংলা (ঘ) কুটিল গ

১০। ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা?
(ক) কেরালা (খ) ওড়িশা
(গ) ত্রিপুরা (ঘ) হরিয়ানা গ

ব্যাকরণ

## গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিস প্রবলেম

### MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১৫

০১। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয়-
(ক) বর্ণ (খ) অক্ষর (গ) শব্দ (ঘ) বাক্য

০২। মনের ভাব প্রকাশক বাক্যের সমষ্টিকে কী বলে?
(ক) রচনা (খ) ভাষা (গ) অনুচ্ছেদ (ঘ) অক্ষর

০৩। দৃষ্টি–প্রতিবন্ধীদের জন্য তৈরিকৃত ভাষা পদ্ধতিকে কী বলে?
(ক) ইশারা ভাষা (খ) ব্রেইল পদ্ধতি
(গ) বর্ণভাষা (ঘ) লিখিত ভাষা

০৪। ইশারা ভাষা ব্যবহার করে–
(ক) শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা (খ) দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীরা
(গ) বাক্-প্রতিবন্ধীরা (ঘ) মানসিক-প্রতিবন্ধীরা

০৫। ভাষার মূল উপকরণ কী?
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ
(গ) বাক্য (ঘ) বর্ণ

০৬। ভারতের কোন প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা?
(ক) ঝাড়খণ্ড (খ) উত্তর প্রদেশ
(গ) রাজস্থান (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ

০৭। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা-
(ক) প্রায় ১৬ কোটি (খ) প্রায় ১০ কোটি
(গ) প্রায় ০৩ কোটি (ঘ) প্রায় ০১ কোটি

০৮। ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সদস্য কোনটি?
(ক) ইংরেজি (খ) জার্মান (গ) বাংলা (ঘ) সবগুলো

০৯। পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে কত বছর পূর্বে?
(ক) প্রায় পাঁচ হাজার বছর
(খ) প্রায় দুই হাজার বছর
(গ) প্রায় এক হাজার বছর
(ঘ) প্রায় পাঁচশত বছর

১০। বাংলা লিপিতে মূল বর্ণের সংখ্যা কতটি?
(ক) ১১টি (খ) ৩৯টি (গ) ৫০টি (ঘ) ২৯টি

১১। উপমহাদেশে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কোন লিপির জন্ম হয়?
(ক) কুটিল লিপি (খ) ব্রাহ্মী লিপি
(গ) বাংলা লিপি (ঘ) হিন্দি লিপি

১২। বাংলা লিপিতে লেখা হয় কোন কোন ভাষা?
(ক) বাংলা ও অহমিয়া (খ) বাংলা ও বোড়ো
(গ) বাংলা ও মণিপুরি (ঘ) সবগুলো

১৩। মৈথিলি ভাষা একসময় কোন লিপিতে লেখা হতো?
(ক) ব্রাহ্মী (খ) কুটিল (গ) অহমিয়া (ঘ) বাংলা

১৪। ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা কত শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে?
(ক) দশম (খ) পনেরো (গ) ষোলো (ঘ) উনিশ

১৫। কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষ ধ্বনি তৈরি করে?
(ক) মুখবিবর (খ) দাঁত
(গ) গলনালি (ঘ) সবগুলো

### উত্তরপত্র

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | গ | ০২ | খ | ০৩ | খ | ০৪ | গ | ০৫ | খ | ০৬ | ঘ | ০৭ | খ | ০৮ | গ | ০৯ | গ | ১০ | গ |
| ১১ | খ | ১২ | ঘ | ১৩ | ঘ | ১৪ | ক | ১৫ | ঘ | | | | | | | | | | |

### প্র্যাকটিস MCQ এর ব্যাখ্যা

১১। ব্যাখ্যা: ব্রাহ্মীলিপি সম্রাট অশোকের সময় উৎকীর্ণ করা হয়। তাই এটি অশোক লিপি নামেও পরিচিত।

১২। ব্যাখ্যা: বাংলা লিপিতে বাংলা ছাড়াও অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাও লেখা হয়।

# পরিচ্ছেদ ০২ বাংলা ব্যাকরণ

## সাধারণ আলোচনা

ব্যাকরণ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, (বি+আ+√কৃ+অন) যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার সংবিধান। ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ব্যাকরণের মূল কাজ।

❖ **ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ:**

ড. সুকুমার সেনের মতে, "কোনো ভাষার উপাদান সমগ্রভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ যে বিদ্যার বিষয় তাহাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।"

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, "যে শাস্ত্র জানিলে বাঙালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহার নাম বাঙালা ব্যাকরণ।"

সংজ্ঞা: যে বিদ্যাশাখায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

❖ **বৈশিষ্ট্য:**

- ✓ ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- ✓ ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মধ্যকার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ব্যাকরণের কাজ।
- ✓ ব্যাকরণগ্রন্থে এসব বৈশিষ্ট্যকে সূত্রের আকারে সাজানো হয়ে থাকে।

➢ **ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়:**

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় চারটি ভাগে বিভক্ত, যথা-

(i) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) (ii) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

(iii) বাক্যতত্ত্ব (Syntax) (iv) অর্থতত্ত্ব (Semantics)।

| আলোচ্য বিষয় | যা নিয়ে আলোচনা করে |
|---|---|
| **ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)** | ধ্বনি, বর্ণ, বর্ণমালা, বাগ্‌যন্ত্র, বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল, ধ্বনি পরিবর্তন ও লোপ, সন্ধি, ণত্ব ও ষত্ব-বিধান ইত্যাদি। |
| **রূপতত্ত্ব (Morphology)** | শব্দ ও তার উপাদান, বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, বচন, উপসর্গ, সমাস, প্রত্যয়, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি এবং শব্দ গঠন প্রক্রিয়াসমূহ। |
| **বাক্যতত্ত্ব (Syntax)** | বাক্যের নির্মাণ ও এর গঠন, বাক্যের মধ্যে পদ ও বর্গের বিন্যাস, বাক্য রূপান্তর, বাচ্য, উক্তি, কারক, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ, যতিচিহ্ন প্রভৃতি। |
| **অর্থতত্ত্ব বা বাগর্থতত্ত্ব (Semantics)** | 'শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ', বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগ্‌ধারা, 'শব্দ, বর্গ ও বাক্যের ব্যঞ্জনা', বাগর্থ, মুখ্যার্থ, গৌণার্থ প্রভৃতি। |

## গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ➢ প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ ভাষায়। এর লেখক ছিলেন মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ। এর নাম ছিল 'Vocabulario em indioma Bengalla, e Portuguez'.
- ➢ বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানের ভূমিকা অংশ হিসেবে তিনি এটি রচনা করেন।
- ➢ ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি বাংলা ব্যাকরণ। বইটির নাম 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'।

- ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরি এবং ১৮২৬ সালে রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
- রামমোহন রায় কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম – 'Bengali Grammer in the English Language'.
- ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনি।
- ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি।
- বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। আবার শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে।

## বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। ধ্বনিতত্ত্বে আলোচ্য বিষয় কোনটি? [ঢা.বো.'২৪]
(ক) ধ্বনি (খ) প্রত্যয়
(গ) কারক (ঘ) সমাস ⓚ

০২। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোনটি? [চ.বো.'২৪]
(ক) এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ
(খ) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
(গ) গৌড়ীয় ব্যাকরণ
(ঘ) বাংলা ভাষার অভিধান ⓖ

০৩। নিচের কোনটি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়? [ব.বো.'২৪]
(ক) বাগ্‌যন্ত্র
(খ) সর্বনাম
(গ) কারক বিশ্লেষণ
(ঘ) বিপরীত শব্দ ⓚ

০৪। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কত সালে প্রকাশিত হয়? [য.বো.'২৪]
(ক) ১৮৩৩ সালে (খ) ১৯৩৩ সালে
(গ) ১৯৫৩ সালে (ঘ) ১৯৫৬ সালে ⓚ

০৫। 'বাগ্‌ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়। [দি.বো.'২৪]
(ক) অর্থতত্ত্বে (খ) ধ্বনিতত্ত্বে
(গ) রূপতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে ⓚ

০৬। বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [ম.বো.'২৪]
(ক) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রামমোহন রায়
(গ) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ⓚ

০৭। 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
[ঢা.বো.'২০; সি.বো'১৯; দি.বো.'১৫]
(ক) শব্দতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব
(গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) ভাষাতত্ত্ব ⓚ

০৮। সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত কয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়? [ব.বো.'২০]
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি ⓖ
ব্যাখ্যা: (গ); ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়:
(i) ধ্বনিতত্ত্ব; (ii) শব্দতত্ত্ব; (iii) বাক্যতত্ত্ব; (iv) অর্থতত্ত্ব

০৯। ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
[য.বো.'১৯, রা.বো.'২০]
(ক) রূপতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব ⓚ
সমাধান: (খ); বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়: ধ্বনির উচ্চারণ প্রণালি, উচ্চারণ স্থান, ধ্বনির চিহ্ন বা বর্ণ বিন্যাস, ধ্বনি সংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি।

১০। 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? [য.বো.'১৯]
(ক) বিশেষভাবে জ্ঞাপন (খ) বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
(গ) বিশেষভাবে বিয়োজন (ঘ) বিশেষভাবে সংযোজন ⓚ

## মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে-
(ক) বাক্যতত্ত্ব (খ) ব্যাকরণ
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) রূপতত্ত্ব ⓚ

০২। বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
(ক) ১৫৫৩ (খ) ১৭৪৩ (গ) ১৭৭৮ (ঘ) ১৯৪৮ ⓚ

০৩। ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?
(ক) উইলিয়াম কেরি
(খ) রামমোহন রায়
(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ⓖ

০৪। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' -এর রচয়িতা কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) উইলিয়াম কেরি
(ঘ) রামমোহন রায় ⓖ

০৫। ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান- [ব.বো., কু.বো.'২৪]
(ক) ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) শব্দ (ঘ) বাক্য ⓚ

০৬। 'বাগ্‌যন্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব ⓚ

০৭। শব্দের অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে-
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব ⓖ

০৮। নিচের কোনটি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
(ক) শব্দগঠন (খ) প্রতিশব্দ
(গ) অক্ষর (ঘ) কারক ⓚ

০৯। বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?
(ক) অর্থতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব
(গ) ধ্বনিতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব ⓖ

১০। শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়-
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) রূপতত্ত্বে
(গ) অর্থতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে ⓚ

## গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

### MCQ

**সময়: ১০ মিনিট** **পূর্ণমান: ১৫**

০১। ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়—
(ক) শুধু ভাষার প্রকৃতি নিয়ে
(খ) শুধু ভাষার রূপ নিয়ে
(গ) শুধু ভাষার অর্থ নিয়ে
(ঘ) ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে

০২। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় কোন ভাষায়?
(ক) বাংলা (খ) সংস্কৃত
(গ) পালি (ঘ) পর্তুগিজ

০৩। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কীসের ভূমিকা অংশ হিসেবে রচিত হয়?
(ক) পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের
(খ) বাংলা–পর্তুগিজ অভিধানের
(গ) বাংলা শব্দকোষের
(ঘ) পর্তুগিজ শব্দকোষের

০৪। 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' –বইটির প্রকাশ সাল কত?
(ক) ১৭৪৩ সালে (খ) ১৭৭৮ সালে
(গ) ১৮২৬ সালে (ঘ) ১৮৩৩ সালে

০৫। বাক্য গঠিত হয় কী দিয়ে?
(ক) ধ্বনি দিয়ে (খ) শব্দ দিয়ে
(গ) অক্ষর দিয়ে (ঘ) বর্ণ দিয়ে

০৬। বর্ণমালা সংক্রান্ত আলোচনা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) শব্দতত্ত্বে
(গ) বাক্যতত্ত্বে (ঘ) অর্থতত্ত্বে

০৭। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়—
(ক) বাগ্‌যন্ত্র (খ) ধ্বনির বিন্যাস
(গ) স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য (ঘ) সবগুলো

০৮। শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয় ব্যাকরণের কোন অংশে?
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) রূপতত্ত্বে
(গ) বাক্যতত্ত্বে (ঘ) অর্থতত্ত্বে

০৯। রূপতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্ব পায় —
(ক) বিশেষ্য (খ) সর্বনাম
(গ) ক্রিয়া বিশেষণ (ঘ) শব্দগঠন প্রক্রিয়া

১০। বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়—
(ক) বাক্যের গঠন (খ) বাক্যের নির্মাণ
(গ) শব্দের গঠন (ঘ) ক ও খ উভয়ই

১১। 'কারক বিশ্লেষণ' ও 'যতিচিহ্ন' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) শব্দতত্ত্বে
(গ) বাক্যতত্ত্বে (ঘ) রূপতত্ত্বে

১২। শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ বা অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয় ব্যাকরণের কোন অংশে?
(ক) রূপতত্ত্ব (খ) ধ্বনিতত্ত্ব (গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব

১৩। বাগর্থতত্ত্ব হলো—
(ক) শব্দতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব (গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব

১৪। অর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় কোনগুলো?
(ক) ধ্বনিদল, বাগ্‌যন্ত্র, ধ্বনির বিন্যাস
(খ) বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম
(গ) বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়
(ঘ) কারক, বাক্যের যোগ্যতা, যতিচিহ্ন

১৫। শব্দ, বর্গ ও বাক্যের ব্যঞ্জনা ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচনা করে?
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) শব্দতত্ত্ব (গ) বাক্যতত্ত্ব (ঘ) অর্থতত্ত্ব

### উত্তরপত্র

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ঘ | ০২ | ঘ | ০৩ | খ | ০৪ | খ | ০৫ | খ | ০৬ | ক | ০৭ | ঘ | ০৮ | খ | ০৯ | ঘ | ১০ | ঘ |
| ১১ | গ | ১২ | গ | ১৩ | গ | ১৪ | গ | ১৫ | ঘ | | | | | | | | | | |

### প্র্যাক্টিস MCQ এর ব্যাখ্যা

০৩। ব্যাখ্যা: প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ১৭৪৩ সালে মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ কর্তৃক পর্তুগিজ ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

০৪। ব্যাখ্যা: নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

০৮। ব্যাখ্যা: ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয় বর্ণ দিয়ে। তাই বর্ণমালা ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।